"মিষ্টি বাচ্চারা - সঙ্গম যুগ ব্রাহ্মণদের জন্য হলো কল্যাণকারী, সেইজন্য সবসময় (ঈশ্বরীয়) নেশায় থাকতে হবে, কোনো ব্যাপারেই চিন্তা করবে না"

*প্রশ্নঃ - যার অবস্থা (স্থিতি) ভালো, তার চিহ্ন কি হবে?

*উত্তরঃ - কোনো কথাতেই তার কান্না আসবে না। মুষড়ে পড়বে না, দুঃখ বা আফসোস হবে না। প্রতিটি সীন সাক্ষী হয়ে দেখবে। কখনও কেন, কি প্রশ্ন করবে না। কারো নাম রূপকে স্মরণ করবে না, একমাত্র বাবার স্মরণেই হাসিখুশী মুখে থাকবে।

(মাতেশ্বরী জীর শরীর ত্যাগ করার পর ২৫-০৬-৬৫ তে এই মহাবাক্য বাপদাদা শুনিয়েছিলেন, অনুগ্রহ করে মনোযোগ দিয়ে পড়বেন)

*গীতঃ- মাতা ও মাতা...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি বাচ্চাদের প্রতি আদেশ (ফরমান) যে অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। নাম ও ফর্ম (রূপ) ধারণ করে যে বাচ্চারা বাবার সার্ভিসে রয়েছে, তাদের কাছ থেকে এই যোগের জ্ঞান শুনতে হবে। ওরাও এটাই বলবে যে বাবাকে স্মরণ করো, কেননা উত্তরাধিকার তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া যায়। মাম্মাও তো এটাই বলতেন। বাচ্চারাও বলবে যে শিববাবাকে স্মরণ করো। তোমরা বাচ্চারা এখানে শিববাবার স্মরণে বসেছো, তোমাদের কোনো কিছুর চিন্তা করা উচিত নয়। কেননা তোমরা অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিচ্ছো। এদের মধ্যে কেউ যদি শরীর ছেড়ে চলে যায় আমরা বলব যে এটাই ভবিতব্য, কল্প পূর্বেও এমনটাই ঘটেছিল। কেননা ড্রামার সাথেই তো চলতে হবে তাই না! যাতে কোনও কিছুর চিন্তা না থাকে। আজ মাম্মা চলে গেছেন, কাল অন্য কেউ চলে যাবে কিন্তু বাবাকে মুরলী অবশ্যই শোনাতে হবে। বাবা বাচ্চারা তোমাদেরকে নতুন-নতুন পয়েন্টস শোনান, এর অর্থও বুঝিয়ে বলেন এবং সবাইকে বলেন বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করো, কোনো নাম রূপে ফেঁসে যেও না। এই জ্ঞান সমস্ত বাচ্চাদের জন্য। যত এগিয়ে যেতে থাকবে আরও অনেক কিছু ওয়ান্ডারফুল বিষয় দেখার আছে। এই সময় তো হলো সবই দুঃখ আর দুঃখের বিষয়, কিন্তু সেই সব দুঃখ নিয়ে আমাদের কোনো উদ্বেগ নেই। দেখো, এই বাবার (সাকার) কোনো উদ্বেগ নেই কেননা তিনি জানেন যে আমাকে তো বাবাকেই স্মরণ করতে হবে, বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার নিতে হবে। বাবা বুঝিয়েছেন যে ক্রিয়েশন (রচনা) থেকে কোনো বর্সা পাওয়া যায় না, ক্রিয়েশন ক্রিয়েটারের (রচয়িতা) কাছ থেকে বর্সা পেয়ে থাকে, সেইজন্যই যার যতজন ক্রিয়েশন (পুত্র কন্যা) আছে, তাদের ক্রিয়েটারকেই স্মরণ করতে হয় । যা কিছুই হয়ে যাক না কেন। মনে করো কোনো বিঘ্ন বা বাঁধা এলো তাতে কিন্তু সংশয়ের কোনো বিষয় নেই কেননা একমাত্র শিববাবাকেই স্মরণ করতে হবে, এতেই বাচ্চাদের কল্যাণ। যদি কেউ ভালো সার্ভিস করতে-করতে চলে যায় তখন বোঝা উচিত যে যেই চলে যাক, তাকে গিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে পার্ট প্লে করতে হবে। কোনো না কোনো কল্যাণের জন্যই সব কিছু ঘটে, কেননা বাবা হলেন কল্যাণকারী এবং এই সঙ্গম যুগ হলোই ব্রাহ্মণদের জন্য কল্যাণকারী। প্রতিটি ঘটনার মধ্যে কল্যাণ রয়ি মনে করে ঈশ্বরীয় নেশায় থাকতে হবে, কেননা আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান। ঈশ্বরের কাছ থেকে বর্সা নিয়ে থাকি, বর্সা নিতে-নিতে কেউ যদি চলে যায় নিশ্চয়ই তার অন্য কোথাও পার্ট আছে, এর থেকেও বড় কোনো কাজ তাকে করতে হবে।।

অহো সৌভাগ্য! কল্প পূর্বের মতোই আমাদেরও পার্ট আছে বাবার সাহায্যকারী হওয়ার। জেনারেলেলি সাহায্যকারী থাকা অবস্থাতেও যে কেউ মারা যেতে পারে। আমরা তখন বুঝতে পারি যে ড্রামা অনুসারেই সবকিছু হচ্ছে, কি হবে কেউ চলে গেলে! আমাদের তার জন্য কিছুই করার নেই। আমাদের সবকিছুই হলো গুপ্ত। বাস্তবে তাদের অবস্থা (স্থিতি) ভালো, যাদের কখনও চোখের জল আসে না। কখনও এমন মনে করবে না যে মাম্মা শরীর ছেড়ে চলে গেছেন, এখন কি হবে! চোখে জল এলে ফেল হয়ে যাবে। কেননা বাবা বসে আছেন না! যিনি আমাদের সবাইকে বর্সা দিচ্ছেন। তিনি (বাবা) তো অমর, তাঁর জন্য কখনও চোখে জল আসবে কেন। আমরা তো নিজেরাই খুশি মনে শরীর ত্যাগ করার জন্য পুরুষার্থ করছি। মাম্মারও নিশ্চয়ই কোনো দায়িত্ব পালনের জন্য এই সময় চলে যেতে হয়েছে, এটাও ড্রামা। যে কেউ নিজের অবস্থা অনুসারে শরীর ত্যাগ করলে তার মধ্যেই কল্যাণ আছে। অনেক ভালো ঘরে জন্ম নিয়ে সেখানেও নিজের খুশি প্রদান করবে। ছোট-ছোট শিশুরাও সবাইকে খুশি দিয়ে থাকে। সবাই তখন তার অনেক মহিমা করে। সুতরাং বাচ্চাদের সবকিছু

ড্রামার উপর এবং বাবার উপরে নির্ভরশীল করছে। যা কিছুই হয়, সেকেন্ড বাই সেকেন্ড.... সে সবই ড্রামাতে নির্ধারিত রয়েছে, এটা বুঝে খুশিতে, সবসময় আনন্দে থাকা উচিত।

কোনো নাম রূপে আমাদের ফেঁসে যাওয়া উচিত নয়। আমাদের জানা আছে যে এটা শরীর, একে তো যেতেই হবে। প্রত্যেকের পার্ট নির্ধারিত হয়ে আছে, আমরা কান্নাকাটি করলে কি তার পার্ট পরিবর্তন হতে পারে, সেইজন্যই বাচ্চাদের সম্পূর্ণ অশরীরী, শান্ত আর আনন্দে থাকতে হবে। অটল, অখন্ড রাজ্য নিতে গেলে এমনভাবে তৈরি হতেই হবে। আকস্মিক আকস্মিক সব ঘটনা ঘটবেও, বলবে এটাই ভবিতব্য ছিল ড্রামায়, আফসোস করার কোনো কথাই নেই। কল্প পূর্বেও এমনটাই ঘটেছিল। আকস্মিক সব ঘটনা ঘটতে বাধ্য, হঠাৎ হঠাৎ ভূমিকম্প হয়ে যায়। এমন নয় যে তোমাদের মধ্যে কেউ মরবে না, তা নয়। যে কেউ-ই মরে যেতে পারে, যে কোনো ঘটনা ঘটতে পারে আকস্মিক ভাবে। সেইজন্যই বাবা বোঝান যে বাচ্চারা সবসময় বাবার স্মরণে, নিশ্চিন্ত থাকো। এখানে যে যেরকম পার্ট পেয়েছে সেটাই প্লে করছে, এখানে আমরা কি করতে পারি। আমাদের জ্ঞান-ই এমন - আত্মা মারা গেলেও হালুয়া খাও, অর্থাত্ জ্ঞান রত্ন দেওয়া। ধরো বাবা বলছেন, এই বাবাও (ব্রহ্মা) যদিমচলে যান.... বাচ্চারা তোমরা তো নলেজ পেয়েছো যে আমাদের শিববাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে, এনার কাছে তো নেবো না। বাবা বলেন এই সব বাচ্চারা যারা আছে তারা আমার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিয়ে অন্যদের পথ বলে দেয়। বাচ্চারা তোমাদেরকে অন্ধের লাঠি হতে হবে, বাবার পরিচয় দিতে হবে। প্রত্যেকের প্রতি দয়া করতে হবে। তোমাদের পুরুষার্থ এটাই যে এ বেচারা দুঃখী, একে সুখের পথ বলে দিই। এই দুনিয়াতে এক বাবা ছাড়া আর কেউ সুখের পথ বলে দেবে এমন কেউ-ই নেই। লিবারেটর (মুক্তিদাতা), দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা একজনই আছেন, তাঁকেই স্মরণ করতে হবে।

এখানে দুঃখের কোনো কথা হওয়া উচিত নয়, যা কিছুই হোক না কেন। যদিও আমি জানি তোমাদের মাম্মা সবচাইতে বেশি সার্ভিসেবল, নম্বর ওয়ান গাওয়া হয়। ওনার হাতে সেতার (বাদ্যযন্ত্র) দেখানো হয়েছে, প্রকৃতপক্ষেই জগদম্বা অর্থাৎ মাতেশ্বরী খুব ভালোভাবে বোঝাতেন। উনিও বলতেন শিববাবাকে স্মরণ করো। আমাকে স্মরণ ক'রো না। মন্মনাভব, মধ্যাজীভব - এই দুটো শব্দ প্রসিদ্ধ। বাকি সব তো হল ডিটেইল (বিস্তারিত)।

সুতরাং যে কোনো অবস্থায়, কারো মনে যদি সংশয় আসে, এটা কি হলো, কেন হলো...এতে নিজেরই ক্ষতি করবে। বাচ্চারা তোমাদের কোনো অবস্থাতেই দুঃখের অনুভব হওয়া উচিত নয়। অসুখ হোক, যা কিছুই হোক না কেন....এটা তো কর্মভোগ। কেউ কেউ বাবাকে জিজ্ঞাসা করে - বাবা এটা কি হলো? বাবা বলবেন এটা হলো তোমার কর্মভোগ। যদি কোনো বিষয় নিয়ে ড্রামায় আগেই না বলে দেওয়ার জন্য থাকে, তবে আমি কিভাবে বলব...! এই বাবাও সাক্ষী হয়ে দেখেন, সুতরাং বাচ্চাদেরও সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে এবং বাবার স্মরণে ঈশ্বরীয় নেশায় থাকতে হবে যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান, ঈশ্বরের পৌত্র-পৌত্রী। ঈশ্বরের কাছ থেকে বর্সা নিচ্ছি। অবশ্যই আমরা জানি যে, মাম্মাও ঈশ্বরের বর্সা নিতে-নিতে, শরীর ত্যাগ করেছেন। আমাদের প্রত্যেককেই তো বাবা আর বর্সাকে স্মরণ করতে হবে। পুরুষার্থের উপরেই সবকিছু নির্ভর করছে। তোমরা বাচ্চারাও এটা অনুভব করতে পারো যে আমরা যত পঠন-পাঠন করবো ততই উচ্চ পদ পাবো। উঁচু প্রিন্স হবো। সূর্যবংশীতেও প্রিন্স এবং চন্দ্রবংশীয়তেও প্রিন্স প্রিন্সেস আছে। সুতরাং বাচ্চাদের পড়াশোনা করতে হবে, যা কিছুই হোক না কেন অবশ্যই পড়াশোনা করতে হবে। এমনটা থোড়াই হয় যে - কারো মা অথবা বাবা মারা গেলে বাচ্চা পড়াশোনা ছেড়ে দেয়, না। সুতরাং তোমাদেরও প্রতিদিন পড়াশোনা করতে হবে। একদিনের জন্যও তোমাদের পড়াশোনা ছাড়া উচিত নয়, যেমনই অবস্থা হোক না কেন সার্ভিসও অবশ্যই করতে হবে। প্রতি মূহুর্তে বুদ্ধিতে সেই এক বাবার স্মরণ থাকবে। তোমাদের উনিই পড়াচ্ছেন এবং ওঁনার কাছ থেকেই অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে হবে। তিনিই আমাদের বুদ্ধির তালা খুলে দিয়েছেন। সম্পূর্ণ ব্রহ্মান্ড, সূক্ষ্মলোক এবং সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান আমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। এই জ্ঞানের দ্বারাই আমরা চক্রবর্তী রাজা হই। ব্যস্, ঐ নেশাতেই, আনন্দে ভরপুর থেকে সবাইকে শোনাতেও হবে। কেননা তোমরা বাচ্চারা পাক্কা ব্রাহ্মণ হয়েছো, তোমাদের কোনো চিন্তা নেই। এর মধ্যে মুষড়ে পড়া, চিন্তা করার কোনো কথাই নেই। এইরকম ভালো অবস্থা (স্থিতি) হওয়া উচিত।

তোমরা বুঝেছো যে শেষে বিজয় আমাদেরই হবে, অনেকেই তাদের উত্তরাধিকার নিতে আসবে। যা কিছুই হোক, তোমাদের সার্ভিস বৃদ্ধি পেতে থাকবে, শুধু তোমাদের অ্যাক্টিভিটি (কার্যকলাপ) দৈবী হতে হবে। কোনো রকমের আসুরিক গুণ যেন সার্ভিসে না থাকে। কারো সাথে লড়াই, ঝগড়া, কাউকে কটু কথা বলা বা অন্তর্মনে কোনো ইচ্ছা, লোভ, ক্রোধ.... ইত্যাদি যদি থাকে তবে খুব কঠিন সাজা খেতে হবে, সেইজন্যই কাউকে দুঃখ দেবে না। সবাইকে সুখের পথ বলে দিতে হবে। ছোট বাচ্চা যদি চঞ্চলতা করে তবুও চড় মারা উচিত নয়। তাকে ভালোবাসা দিয়ে চালিত করতে হবে। ঘরেও যুক্তি

সহকারে চলতে হবে । কেউ আছে যে খুব ভালো বোঝে, ঘরে যায় যখন মায়া তখন হয়রান করে তোলে। এটাও বাবা বুঝিয়ে বলেন - বাচ্চারা জোরে তুফান আসতেই থাকবে, দিন-দিন তুফান আর বিঘ্ন আসতেই থাকবে, তোমরা ঘাবড়ে যাবে না। বাবা বলেন আমাদের এই এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে অসংখ্য বিঘ্ন আসবে, কেননা এ হলো নতুন নলেজ।

কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে থাকে তোমরা শাস্ত্র মানো? উত্তরে বলো হ্যাঁ, মানি এ'সবই হলো ভক্তি মার্গের শাস্ত্র। এটা হলো জ্ঞান মার্গ। জ্ঞানেশ্বর বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো ব্যস্, আমরাও তোমাকে বলছি বাবাকে স্মরণ করো। করা না করা তোমার ইচ্ছা। এখন নরক, এটা হলো রাবণের রাজ্য। এখন বাবা আর স্বর্গকে স্মরণ করো। তোমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে গঙ্গা স্নান করে এসেছো, তারপরেও দুনিয়া পতিত হয়ে গেছে। এখন বাবা বলছেন কেবল আমাকে স্মরণ করো। যারা এখানকার হবে তাদের মধ্যে সেই সংস্কারও দেখতে পাবে, তারা চট করে বুঝে যাবে।

এখন তোমরা অসীমিত জ্ঞানদীপ্ত বুদ্ধিমান হয়েছো। সেন্সিবল যারা তাদেরকে জ্ঞানদীপ্ত বুদ্ধিবান বলা হয়। সুতরাং তোমাদের ঐ নেশায় থাকতে হবে। দুঃখ ইত্যাদির প্রশ্নই আসে না, আমরা জানি যে ড্রামা চলছে। তোমরা বলবে বাহ! মাম্মা চলে গেছেন ! ঐ অ্যাক্টর অন্য ভূমিকা পালন করতে গেছেন। এতে মুষড়ে পড়ার, কান্নাকাটি করার, দুঃখ পাওয়ার দরকার নেই। উনি কোনো উচ্চতর(শ্রেষ্ঠ) সার্ভিস করতে গেছেন। তোমরাও দিনে-দিনে উচ্চ (শ্রেষ্ঠ) হয়ে উঠছো। কেউ শরীর ত্যাগ করলে তাও গিয়ে বড় কোনো সার্ভিস করবে, সেইজন্যই বাচ্চাদের কোনো দুঃখ হওয়া উচিত নয়। শুধু মাম্মা কেন, সবাই চলে যাবে। আমাদেরও বাবার কাছে যেতে হবে, আমাদের কাজ হলো বাবার সাথে । সকলের কাজ হলো বাবার সাথে। মাম্মার কাজ ছিল বাবার সাথে। উনি তাঁর কাছ থেকে নলেজ নিয়ে সার্ভিস করেছেন এবং অন্য সার্ভিস করার জন্য দ্বিতীয় ভূমিকা পালন করতে গেছেন। আমরা সাক্ষী হয়ে দেখে থাকি। এমন মনে হওয়া উচিত নয় যে, মাম্মা চলে গেছেন, অমুকে চলে গেছে, এ চলে গেছে... আত্মা তো সার্ভিস করতে গেছে। শরীর তো সব ছাই হতেই হবে। সেইজন্যই বাচ্চাদের কখনও কোনো রকম চিন্তা করা উচিত নয়। হ্যাঁ, এটাই সত্যি যে বাবার এই স্টুডেন্ট ইনি খুবই ভালো ছিলেন। তিনি খুব ভালো ব্যাখ্যা করতেন.... বলাও হয়ে থাকে সে'কথা। যদি কোনো রকমের সংশয় এলো তবে সব শেষ, পদ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। সেইজন্যই বাবা বাচ্চাদের বোঝাতে থাকেন বাচ্চারা, কোনো বিষয়ে চিন্তা করবে না। ডাইরেকশন যা পাও সেটা অনুশীলন করা চালিয়ে যাও। এমন ভাববে না যে এটা কি হয়ে গেলো? চিন্তা তাদের হবে যারা বাবা এবং তাঁর নলেজকে ভুলে যাবে। তোমরা বাচ্চারা সবাই হলে মাস্টার নলেজফুল। যে যেমন পার্ট রয়েছে, তাতে আমরা কি করতে পারি?

আচ্ছা - রাত্রে তো সবাই স্মরণে বসেছো, ভালো উপার্জন হয়ে গেছে। বাবা এখানে এসে বাচ্চাদের দেখেন, খুশি হন দেখে যে বাগান তৈরি হচ্ছে। তোমরা এখন ব্রাহ্মণ, এরপর দেবী-দেবতাদের বাগান হবে। এখন এখানে সবাই পুরুষার্থী। প্রচেষ্টা করছে সুন্দর ফুল হওয়ার জন্য। কাঁটা থেকে ফুল বানানোর শো করবে (বানিয়ে দেখাবে) । তোমাদের এখানে স্থির (স্থেরিয়াম) হয়ে বসতে হবে। বাবা দেখো কতটা পরিপক্ক করে তোলেন। তোমরা বাবার আদেশ পেয়েছো যে, শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ করো। কেউ কান্নাকাটি করলে বাবা বলবেন যে কাঁদে সে সব হারায়। বাবা দেখছেন কোনো শুকিয়ে যাওয়া ফুল নেই তো ? না । তোমরা সবাই হলে মহাবীর। নানান ধরনের বিঘ্ন আসবেই। এটাই হলো ড্রামা ভবাতব্য । আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) তোমাদের দৈবী অ্যাক্টিভিটি (কার্যকলাপ) বানাতে হবে। কখনও লড়াই, ঝগড়া করা, কটু কথা বলা উচিত নয়, কোনো প্রলোভন বা লোভ রাখবে না। কাউকে দুঃখ দেবে না। সবাইকে সুখের পথ বলে দিতে হবে।

২) যে বিঘ্নই আসুক সংশয় আসা উচিত নয়, ড্রামার নিশ্চিত ভবিত্য মনে করে ঈশ্বরীয় নেশায় থাকা উচিত, চিন্তা করা উচিত নয়।

বরদানঃ- সৎ চিত্তে বাবাকে সন্তুষ্ট করে আর সন্তুষ্ট থাকা রাজযুক্ত ভব

যে বাচ্চারা সৎ চিত্তে বাবাকে সন্তুষ্ট করে, বাপদাদা তাঁর নিজের সংস্কারের দ্বারা সংগঠনের মাধ্যমে

সবসময় সন্তুষ্ট অর্থাৎ রাজযুক্ত (জ্ঞানের সকল রহস্যকে জানা) হওয়ার বরদান দেন। নিজের এবং অন্যের সংস্কারের রহস্য গুলিকে জানা, পরিস্থিতিকে বুঝতে পারা, এটাই হলো রাজযুক্ত স্থিতি। সৎ চিত্তে বাবাকে নিজের পোতামেল দেওয়া বা আন্তরিকভাবে স্নেহের সাথে বাবার সাথে কথোপকথনের করলে সবসময় সমীপে থাকার অনুভব হয়ে থাকে এবং অতীতের খাতা (হিসেব নিকেশ) সমাপ্ত হয়ে যায় ।

স্লোগানঃ- সৎ চিত্তে দাতা, বিধাতা, বরদাতাকে সন্তুষ্ট যে করে, সে রুহানী মৌজে থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;